প্রকৃতি ও গুণ
(Prakrti and gunas)

দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি ঃ প্রকৃতি ও পুরুষ। সাংখ্যমতে প্রকৃতি জগতের কারণ। সৎকার্যবাদের উপর ভিত্তি করেই প্রকৃতিকারণবাদ গড়ে উঠেছে। জগৎ ব্যক্ত পদার্থের সমষ্টি। এই সব ব্যক্ত পদার্থ বা কার্য সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্তভাবে প্রকৃতির মধ্যে সৎ বা বিদ্যমান থাকে, সৃষ্টিতে তাদের অভিব্যক্তি হয়। সাংখ্য পরিণামবাদী। তাঁদের মতে, প্রকৃতি সত্যসত্যই জগৎরূপে পরিণত হয়। তাই জগৎ প্রকৃতির পরিণাম।

'প্রকৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ঃ যা তত্ত্বান্তরের উৎপাদনরূপ কার্যসাধন করে, যে করে কিন্তু কখনও কৃত হয় না, তাই প্রকৃতি ('প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ')।[১৩] এর দ্বারা সকল জগৎ সৃষ্ট হয়, তাই একে 'প্রকৃতি' বলা হয় ('প্রক্রিয়তে অনেন সর্বং')। প্রকৃতির স্বরূপ হল ঃ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকে বা সদৃশ পরিণামের অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। প্রলয়ের সাম্য অবস্থায় ত্রিগুণের সদৃশ পরিণাম চলতে থাকে। ঐ তিনটি গুণের কিছুমাত্র বৈষম্য হলেই অর্থাৎ বিকার হলেই তাকে আর প্রকৃতি বলা যাবে না ('প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা')।[১৪] প্রকৃতি অন্য সব তত্ত্বের উপাদান, কিন্তু অন্য কোন তত্ত্বের বিকার বা কার্য নয়। তাই সাংখ্যকারিকাতে বলা হয়েছে ঃ "মূল প্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ"।[১৫] ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অবিকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিই। যেহেতু প্রকৃতি মূল প্রকৃতি, তাই তা প্রকৃতিই। এই বিশ্বজগৎরূপ কার্যের মূল কারণ প্রকৃতি। কিন্তু এই প্রকৃতির অন্য মূল বা কারণ নাই। প্রকৃতি নিত্য। তাই প্রকৃতি উৎপত্তি-বিনাশরহিত। দৃশ্যমান জাগতিক বস্তুর কারণ আছে, সেই কারণের আবার কারণ আছে। কিন্তু যদি সব কার্যের মূল প্রকৃতিরও কারণ স্বীকার করা হয়, তাহলে অনবস্থা অনিবার্য। সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, মূল প্রকৃতির মূলান্তর পরম্পরা কল্পনা অপ্রামাণিক হওয়ায় তা স্বীকৃত হতে পারে না। এই অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকেই মূল কারণ বলা হয়েছে। জগতের মূল কারণরূপে প্রকৃতিকে বলা হয় অব্যক্ত; প্রলয়কালে সকল জগৎ প্রকৃতিতে নিহিত বা লীন, তাই প্রকৃতিকে বলা হয় প্রধান। প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত সমানার্থক।[১৬]

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে জগতের চরম কারণরূপে পরমাণু, ঈশ্বর, কর্ম, দৈব, স্বভাব, কাল, যদৃচ্ছা, অভাব প্রভৃতি স্বীকৃত হয়েছে। সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, এইসব আদি কারণ জগতের উৎপত্তি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাঁদের মতে, পুরুষ বা আত্মা জগতের কারণ হতে পারে না, যেহেতু পুরুষ কোন কিছুর কারণ বা কার্য নয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অবিকারী, কূটস্থ, নিত্যসত্তা। ন্যায় বৈশেষিকদের পরমাণুবাদের সমালোচনা

---

১৩. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ৩৬

১৪. পূর্ববৎ, পৃঃ ৩৬

১৫. কারিকা ৩

১৬. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১১৮-১৯

Scanned with CamScanner

করে সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ হতে পারে না, যেহেতু মন, ইন্দ্রিয়, অহংকারের মত সূক্ষ্ম বস্তু কখনই পরমাণুর সৃষ্ট হতে পারে না। তাছাড়া পরমাণু প্রভৃতিকে জগতের কারণ বললে সুখ-দুঃখ মোহাত্মকত্ব উপপাদন করা সম্ভব হবে না, কেননা ঐ কারণগুলির কোনটিই সুখ-দুঃখ মোহাত্মক নয়। তাই তাঁরা অচেতন, সদাপরিণামী, ত্রিগুণ, সূক্ষ্ম প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলেছেন।

সাংখ্যমতে, অব্যক্ত বা প্রকৃতি ব্যক্ত পদার্থের বিপরীত। প্রকৃতি হতে উদ্ভূত মহৎতত্ত্ব থেকে পঞ্চভূত পর্যন্ত ২৩টি তত্ত্বকে ব্যক্ত বলা হয়। প্রকৃতি বা অব্যক্ত অহেতুমৎ। অর্থাৎ তার কারণ নাই। তাই প্রকৃতি অজ বা নিত্য। অব্যক্ত ব্যাপী অর্থাৎ তা স্বজন্য কার্যকে ব্যাপ্ত করে থাকে। ব্যক্তের বিপরীত রূপে প্রকৃতিকে বলা হয় নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতির পরিণাম ক্রিয়া আছে বলে তা সক্রিয়। কিন্তু প্রকৃতির পরিস্পন্দরূপ ক্রিয়া না থাকায় তাকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। প্রকৃতি এক। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সজাতীয় দ্বিতীয় প্রকৃতি নাই। প্রকৃতি স্বতন্ত্র। প্রকৃতির কারণ নাই, তাই তা অনাশ্রিত।[১৭]

সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে, প্রকৃতি ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্মী। প্রকৃতি পুরুষ বা আত্মার বিপরীত স্বভাব। ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণ বা ত্রিগুণাত্মক। প্রকৃতিকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা বলা হয়েছে। সাম্যাবস্থা সামঞ্জস্যের অবস্থা। যখন কোন একটি গুণের আধিক্য ঘটে না, যখন গুণগুলি নিজেদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তখন গুণগুলির সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। ত্রিগুণের এই সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি।

সাংখ্যদর্শনে 'গুণ' কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত গুণ বলতে কোন ধর্মকে (quality or attribute) বোঝায়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে গুণকে এই অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেখানে গুণকে দ্রব্যে আশ্রিত বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে 'গুণ' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির স্বরূপ, প্রকৃতির বিশেষণ নয়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির উপাদান (elements or constituents)। একটি রজ্জু যেমন তিনটি তারের (strand) সমষ্টি, তেমনি প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা। যা উপকার করে বা যা বন্ধন করে তাকে গুণ বলে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পুরুষ বা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ রূপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে পুরুষের উপকারক হয় এবং মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বের নির্মাতা হয়ে পুরুষের বন্ধনের কারণ হয়। এইজন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে গুণ বলা হয়। বাচস্পতি মিশ্র 'ত্রিগুণ' শব্দের দ্বারা সুখ, দুঃখ, মোহকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটি গুণ যার আছে তাকে ত্রিগুণ বলা হয়েছে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণ।[১৮]

---

১৭. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ১০

১৮. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১১৮-১৯

Scanned with CamScanner

সাংখ্যমতে, গুণগুলি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ এদের প্রত্যক্ষ হয় না। গুণগুলির অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুখ, দুঃখ, মোহরূপ কার্যের দ্বারা সুখদুঃখমোহাত্মক কারণের অনুমান হয়। জগতের প্রতিটি বস্তু সুখ, দুঃখ, মোহের উৎপাদক হওয়ায় স্বীকার করতে হবে যে, এদের কারণও সুখ, দুঃখ, মোহজনক। এই সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক কারণই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ। কোকিলের কণ্ঠস্বর কারও কাছে সুখজনক, কারও কাছে দুঃখজনক, আবার কারও কাছে মোহ বা বিষাদজনক হয়। ঐরূপ সুখ, দুঃখ, মোহাত্মকত্ব উপপাদনের জন্য সত্ত্বাদি গুণ অনুমিত হয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণ গুণগুলির স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"প্রীতি-অপ্রীতি বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্য-অভিভব-আশ্রয়জনন মিথুন বৃত্তয়শ্চগুণাঃ।।"[১৯]
"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলং চরজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ।।"[২০]

অর্থাৎ সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক, রজঃ উপষ্টম্ভক ও চল, তমঃ গুরু এবং আবরক। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উর্ধ্বমুখী হয়, বাষ্প উপরের দিকে যায়—এই সমস্ত কার্যই সত্ত্ব গুণের জন্য। রজঃ প্রবৃত্তিজনক। রজঃ চঞ্চল, উপষ্টম্ভক বা প্রেরণাদায়ক। রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ গুণকে প্রযত্ন যুক্ত করে। তমোগুণ গুরু বা ভারী এবং বরণক বা আবরণকারী। এই অর্থে তমঃ ঠিক সত্ত্বগুণের বিপরীত। বস্তু নিহিত তমোগুণের জন্য বস্তু আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। সুখ, হর্ষ, সন্তোষ, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য। রজোগুণ দুঃখ ও বিষাদের কারণ। মোহ, জড়তা, উদাসীনতা তমোগুণের ফল।

"সত্ত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজোগুণের প্রয়োজন প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের প্রয়োজন নিয়মন।" সত্ত্বগুণ স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, রজোগুণ সত্ত্বকে ক্রিয়াশীল করে। কিন্তু সত্ত্বের ক্রিয়াশীলতা তমোগুণের দ্বারা নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই গুণত্রয় পরস্পর অভিভববৃত্তি, পরস্পর আশ্রয়বৃত্তি, পরস্পর জননবৃত্তি এবং পরস্পর মিথুনবৃত্তি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে যখন একটি গুণ ক্রিয়া করতে উন্মুখ হয়, তখন অন্য গুণ নিষ্ক্রিয় থাকে। সত্ত্ব গুণ যখন ক্রিয়া করে, তখন তা রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করে থাকে। এইভাবে গুণত্রয় নিরন্তর ক্রিয়া করে চলে। গুণত্রয়ের একের কার্যকারিতায় অপর দুটি হতবল হয়। এটিই গুণত্রয়ের অন্যোন্য-অভিভব বৃত্তিত্ব। গুণত্রয়ের একের কার্যকারিতায় অন্য দুটি বিরোধিতা না করে তারই সহায়ক হয়। এটিই গুণত্রয়ের অন্যোন্য-আশ্রয়বৃত্তিত্ব। প্রলয়কালে গুণত্রয় পরস্পরের সহায়তায় সরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গুণগুলি নিজেদের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়। এটিই গুণত্রয়ের অন্যোন্য-জননবৃত্তিত্ব।

---

১৯. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ১২
২০. ঐ, কারিকা ১৩

Scanned with CamScanner

গুণত্রয় অবিনাভাববৃত্তি। একটি গুণ অপর দুটিকে ছাড়া কখনই থাকে না। এটিই গুণত্রয়ের অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিত্ব। গুণগুলির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান। অগ্নি, বর্তি (সলতে) ও তৈল পরস্পর বিরোধী হলেও যেমন প্রদীপরূপতা প্রাপ্ত হয়ে একত্রে রূপ প্রকাশ করে তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পর বিরোধী হলেও একসঙ্গে কার্যকরী হয়।[২১]

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সদা পরিণামী। পরিণাম বা পরিবর্তন গুণগুলির স্বরূপ ('সদাচলং হি গুণ বৃত্তম্')। পরিণাম প্রাপ্ত না হয়ে গুণগুলি একমুহূর্ত থাকতে পারে না। সাংখ্যদর্শনে দুপ্রকার পরিণাম স্বীকৃত হয়েছে: সদৃশ বা সরূপ পরিণাম এবং বিসদৃশ বা বিরূপ পরিণাম। প্রলয়কালে গুণত্রয়ের সদৃশ বা সরূপ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বতে, রজঃ রজতে, তমঃ তমতে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় গুণ কিছু উৎপন্ন করতে পারে না। সৃষ্টিকালে গুণত্রয় পরস্পরের সহকারিতায় বিরূপ পরিণামপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই অবস্থায় একটি গুণ অন্য গুণের অধীনস্থ হয় এবং গুণগুলির পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে এবং জগতের বস্তুর অভিব্যক্তি শুরু হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি হতে মহৎ, মহৎ হতে অহংকার, অহংকার হতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র—এই ক্রমানুসারে প্রকৃতির পরিণাম ঘটে।

প্রকৃতির অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ

সাংখ্যমতে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু এই অনুপলব্ধির জন্য প্রকৃতির অভাব বা অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতির অনুপলব্ধির কারণ প্রকৃতির সূক্ষ্মতা। প্রকৃতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমমহৎপরিমাণ বিশিষ্ট। মহত্ত্ব ও উদ্ভূতরূপ না থাকায় অর্থাৎ পরমমহৎপরিমাণ থাকায় প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না।[২২]

সাংখ্যদার্শনিকদের মতে, প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। 'কার্যতঃ তদুপলব্ধেঃ'। কার্যরূপ হেতুর দ্বারা প্রকৃতির উপলব্ধি হয়। কার্যহেতুক অনুমানের দ্বারা প্রকৃতির সিদ্ধি হয়। মহৎতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে পঞ্চভূত পর্যন্ত সব পদার্থই কার্য। এই কার্যসমূহের কারণ হচ্ছে প্রকৃতি।[২৩]

ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করেছেন : (১) ভেদানাং পরিমাণাৎ, (২) সমন্বয়াৎ, (৩) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ (৪) কারণকার্য বিভাগাৎ, (৫) বৈশ্বরূপ্যস্য অবিভাগাৎ।

তিনি বলেছেন :

> "ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
> কারণ কার্য বিভাগাৎ—অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য।"[২৪]

১. জগতের যাবতীয় বস্তু হচ্ছে ব্যক্ত পদার্থ। ব্যক্ত পদার্থ মাত্রেরই কারণ আছে,

---

২১. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১২৯-৪০
২২. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৮
২৩. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ৮২
২৪. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ১৫

Scanned with CamScanner

যেহেতু তারা অনিত্য ও অব্যাপী। অর্থাৎ মহৎ, অহংকার, তন্মাত্র প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থের প্রত্যেকে পরিমিত পরিমাণবিশিষ্ট বা অব্যাপী। তাই তারা উৎপত্তিশীল। সুতরাং তাদের কারণ স্বীকার্য। পৃথিবী প্রভৃতির কারণ তন্মাত্র, তন্মাত্রের কারণ অহংকার। অহংকারের কারণ মহৎতত্ত্ব। মহৎতত্ত্বও অব্যাপী অর্থাৎ পরিমিত পরিমাণবিশিষ্ট বলে উৎপন্ন পদার্থ। তাই মহৎতত্ত্বের কারণ নাই একথা বলা যায় না। তাই সাংখ্যকারেরা বলেন, মহৎতত্ত্বের কারণরূপে অপরিমিত পরম অব্যক্ত স্বীকার করতেই হবে (ভেদানাং পরিমাণাৎ)।[২৫]

২. সমন্বয় বা বিভিন্ন বস্তুর একরূপতা থেকেও প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ব্যক্ত পদার্থ পৃথিব্যাদি মহাভূত, গন্ধাদি তন্মাত্র, অহংকার, মহৎতত্ত্ব পরস্পর ভিন্ন হলেও সুখ-দুঃখ-মোহজনক। সুতরাং এদের এমন একটি কারণ স্বীকার্য যা স্বয়ং সুখ-দুঃখ-মোহজনক। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ সুখ-দুঃখ, মোহজনক। সুতরাং মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের প্রত্যেকটিতে সুখ-দুঃখ-মোহজনকতা সমানভাবে থাকায় ত্রিগুণাত্মক চরম কারণ অব্যক্ত অবশ্য স্বীকার্য (সমন্বয়াৎ)।[২৬]

৩. শক্তি ছাড়া কার্য উৎপন্ন হয় না। প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্ত তত্ত্বের প্রবৃত্তি হয়। ঐ প্রবৃত্তি অবশ্যই কোন শক্তির দ্বারা নিয়মিত। অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক পরিমিত অসংখ্য ব্যক্ত পদার্থের উদ্ভবের কারণ ত্রিগুণাত্মক এক অপরিমিত শক্তি। তাই হল প্রকৃতি। মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি কার্য (ব্যক্ত) নিজ নিজ কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সেজন্য স্বীকার করতে হয় ঐসব কারণে শক্তি আছে। ঐ শক্তি কারণে স্থিত কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা। শক্তির চরম আশ্রয় অবশ্য স্বীকার্য হলে অব্যক্তের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় (শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ)।[২৭]

৪. ব্যক্ত পদার্থের বা কার্যের উৎপত্তি থেকেও চরম কারণরূপে অব্যক্ত বা প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কার্য-কারণে সূক্ষ্ম বা অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে। কারণে স্থিত কার্যের বিভাগ বা অভিব্যক্তি হয় এবং ভিন্নরূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং অব্যক্ত বা প্রকৃতিকে সব কার্যের চরম কারণরূপে স্বীকার করতে হয়। অব্যক্ত হতে মহৎতত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে ও অন্যান্য কার্য পরম্পরা ক্রমে কারণে বিদ্যমান থেকে আবির্ভূত হয় ও ভিন্নভাবে প্রতীত হয়, যেমন কচ্ছপের শরীরে বিদ্যমান অঙ্গগুলি নিঃসৃত হয়ে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি কার্যের চরম কারণরূপে প্রকৃতিকে স্বীকার করতেই হয় (কারণ কার্য বিভাগাৎ)।[২৮]

৫. ব্যক্ত পদার্থের বা কার্যের লয় বা বিনাশ থেকেও তার এক অব্যক্ত সৎ কারণ সিদ্ধ হয়। সাংখ্যমতে সৎ বস্তুর বিনাশ হয় না। বিনাশ বলতে নিজ কারণে লীন হয়ে

---

২৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১৬১

২৬. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৬২-৬৩

২৭. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৬০

Scanned with CamScanner

থাকাকে বোঝায়। বিনাশকালে পৃথিবী প্রভৃতি তন্মাত্রসমূহে, তন্মাত্রসমূহ অহংকারে, অহংকার মহৎতত্ত্বে প্রবেশ করে বা তিরোভূত হয় এবং অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী হতে আরম্ভ করে মহৎতত্ত্ব পর্যন্ত প্রত্যেকটি তত্ত্বই নিজ নিজ কার্যের অপেক্ষায় অব্যক্ত হয়। একমাত্র প্রকৃতিই প্রকৃত অব্যক্ত যা কখনও কোথাও লীন বা তিরোভূত হয় না। এই প্রকৃতিতে সব কার্য অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। তাই প্রকৃতি সবকার্যের চরম অব্যক্ত অবস্থা। এইভাবে প্রকৃতিতে বিশ্বরূপের অর্থাৎ সব কার্যের অবিভাগ বা অভিন্নরূপে প্রতীতি হয়। তাই প্রকৃতিকে চরম অব্যক্ত বলতে হয়। সুতরাং চরম অব্যক্তরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য (অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য)।[২৯]

পুরুষ (Self)

দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি ঃ প্রকৃতি ও পুরুষ। সাংখ্যদর্শনে আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়েছে। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি জড় বা অচেতন এবং সদা পরিণামী। প্রকৃতি অচেতন বলে তার দ্বারাই সবকিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাই সাংখ্যদর্শনে চেতন, অপরিণামী আত্মা বা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।[৩০] প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি, এবং প্রকৃতি নয়, বিকৃতিও নয়—এই চার প্রকার তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। পুরুষ প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়। 'ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ'। পুরুষ কোন কিছুর কারণ নয়, কোন কিছুর বিকার বা পরিণামও নয়।[৩১] পুরুষ প্রকৃতির মতই অজ ও নিত্য। কিন্তু অন্য সব দিক থেকেই পুরুষ প্রকৃতির বিপরীত।

ঈশ্বরকৃষ্ণ *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থের ১১ নম্বর কারিকায় বলেছেন ঃ

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম্ তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্।"

অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মহৎ প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্মী। পুরুষ তার বিপরীত। ত্রিগুণত্বাদি ধর্মগুলি চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সাধর্ম্য নয়। ঐগুলি পুরুষের বৈধর্ম্য, কেননা ব্যক্ত ও অব্যক্তের ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম পুরুষে কখনও থাকে না।

সাংখ্যমতে, পুরুষ বা আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা। "শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান্।"[৩২] আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, স্বপ্রকাশ। চৈতন্যের আলোকেই সবকিছু প্রকাশিত হয়। আত্মা চৈতন্যপ্রবাহ মাত্র নয়। চৈতন্যযুক্ত দ্রব্যরূপেও আত্মাকে গণ্য করা চলে না। আত্মা চিৎ, চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ। অদ্বৈতমতে আত্মা চিদানন্দস্বরূপ।

---

২৯. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৫৮-৫৯
৩০. সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন, কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২
৩১. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৩
৩২. সাংখ্যসূত্র, ১। ১৩৯

Scanned with CamScanner

কিন্তু সাংখ্যমতে আনন্দ বুদ্ধির ধর্ম। তাই তা আত্মার ধর্ম হতে পারে না। আত্মা কেবল চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ নয়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই বিষয়। পুরুষ তার বিপরীত হওয়ায় অবিষয়। জ্ঞান কখনই জ্ঞানের বিষয় হয় না। স্বরূপত পুরুষ বা আত্মা নিষ্ক্রিয়, অপরিণামী। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলে আত্মা কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয়। স্বরূপত পুরুষ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়।

"পুরুষ চেতন ও অবিষয় হওয়ায় সাক্ষী হয়। এজন্যই পুরুষ দ্রষ্টাও। পুরুষ প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ দর্শন করেও নিষ্ক্রিয় বা অপরিণামী থাকে, পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উদাসীনই থাকে। এজন্যই সে সাক্ষী।"[৩৩]

পুরুষ ত্রিগুণাতীত। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রিগুণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটিকে গুণ বলা হয়। পুরুষের কোন গুণ নাই। পুরুষ নির্গুণ। ত্রিগুণাতীত বা ত্রৈগুণ্যাদি বিপরীত স্বভাব হওয়ায় পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য, দ্রষ্টৃত্ব, অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না। তাই আত্মা নিত্য। আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী, কূটস্থ বা অচল, অবিকারী, অসঙ্গ এবং মধ্যস্থ বা উদাসীন। সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম। অবিবেক বা অজ্ঞানবশত পুরুষ প্রকৃতি থেকে নিজেকে পৃথক করতে না পারায় সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বুদ্ধির ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুরুষ অসঙ্গ, সুখ-দুঃখাদি তাকে স্পর্শ করে না। সুখের প্রতি অনুরাগ ও দুঃখের প্রতি বিরাগ পুরুষের স্বাভাবিক নয়, আরোপিত অভিমান মাত্র।

পুরুষ স্বরূপত নিত্যমুক্ত এবং বন্ধনহীন। বন্ধন থেকে মুক্তির ধারণাও ভ্রম মাত্র। "ত্রৈগুণ্যের বিপরীত হওয়ার জন্য পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধ হয়। আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক অভাবরূপ কৈবল্য পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ।"[৩৪] বস্তুত আত্মার বন্ধন নাই, বন্ধন থেকে মুক্তিও নাই। প্রকৃতির সংসর্গবশত বন্ধন ভ্রম হয়। আসলে পুরুষ নিত্য-মুক্ত।

পুরুষের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ

সাংখ্যদার্শনিকেরা বলেন, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নাই। পুরুষ স্বপ্রকাশ। 'অস্তি আত্মা নাস্তিত্ব সাধনাভাবাৎ।'[৩৫] অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য, যেহেতু আত্মার নাস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

সাংখ্যমতে, পুরুষ বা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। অনুমানের দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার ১৭নং কারিকায় নিম্নোক্ত ৫টি হেতুর উল্লেখ করেছেন :

"সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।"

---

৩৩. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১৯১

৩৪. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৯১-৯২

৩৫. সাংখ্যসূত্র, ৬।১

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ সংঘাতবস্তু অপরের প্রয়োজন সাধন করে; ত্রিগুণাত্মকের বিপরীতধর্মী কেউ আছে; কোন চেতন অধিষ্ঠাতা ছাড়া জড়বস্তু চালিত হতে পারে না; ভোক্তা ছাড়া ভোগ্যবস্তু অর্থহীন; জীব সংসারে ত্রিগুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। এ সকল হেতু থেকে প্রমাণিত হয় যে, চেতন, অধিষ্ঠাতা, ভোক্তা কোন পুরুষ বা আত্মা আছে। যুক্তিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা নিম্নরূপ।

১. সংঘাত অর্থাৎ সাবয়ব বস্তু মাত্রই পরার্থ। তারা পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। জড় পদার্থ মাত্রই অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কার্য করে। যে পদার্থ মিলিতভাবে কার্য করে তাকেই সংঘাত বলা হয়। যে সব বস্তু সংঘাত, তারা পরার্থ অর্থাৎ তারা তাদের অতিরিক্ত এক 'পর' পদার্থের জন্যই কার্য করে থাকে। শয্যা, আসন প্রভৃতি পদার্থ সর্বদা পরেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এখানে 'পর' বলতে জড় বা সংঘাত হতে ভিন্ন অসংহতকে বুঝতে হবে। অন্তঃকরণ সংহত অর্থাৎ বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয়াদি সকলে মিলিত হয়ে একটি জ্ঞান বা চেষ্টা বা সংস্কার সাধিত করে। এইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ দৃষ্টান্তের দ্বারা সংঘাত মাত্রের পরার্থত্ব সিদ্ধ হয়। যা সেই পর, যার জন্য অন্তঃকরণ প্রভৃতি কার্য করে, তাই চেতনসত্তা পুরুষ।[৩৬]

২. ঈশ্বরকৃষ্ণ পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় হেতু দিয়েছেন—'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ'। প্রথম হেতুর দ্বারা যে 'পর' সিদ্ধ হয়েছে, সেই 'পর' যে সংঘাত থেকে ভিন্ন বা অসংহত, দ্বিতীয় হেতুটি দ্বারা তাই সিদ্ধ হচ্ছে। শয্যা, সজ্জা প্রভৃতি সংঘাত বস্তু যে 'পর'-এর প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সেই পর বা অন্যকে অসংহত বলতে হবে। যদি সেই পর বা অন্য সংঘাত হয়, তাহলে ঐ সংঘাতের পরার্থত্ব উপপাদনের জন্য পররূপে অন্য সংঘাত কল্পনা করতে হবে। আবার সেই সংঘাতের পরার্থত্বের জন্য পুনরায় অন্য সংঘাতের কল্পনা করতে হবে। তাতে অনবস্থা অনিবার্য। সেজন্য ঐ 'পর'কে সংঘাত থেকে অতিরিক্ত অসংহত বলতেই হবে। ঐ পরকে বা পুরুষকে অসংহত বললে সংহতের অর্থাৎ অব্যক্ত ও ব্যক্তের যে সব সাধর্ম বলা হয়েছে তার বিপরীত বলতে হবে। পুরুষকে অসংহত বললে অত্রিগুণ বা ত্রিগুণ-বিপর্যয়রূপ বলতে হবে।[৩৭]

৩. পুরুষের অস্তিত্ব সাধনে তৃতীয় হেতু হল 'অধিষ্ঠানাৎ'। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সর্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণাম অহেতুক হতে পারে না। তা অহেতুক হলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের অনন্ত প্রকারের তারতম্য ব্যাখ্যা করা যাবে না। তা ব্যাখ্যা করতে হলে ঐসব জড়ের অধিষ্ঠানরূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। জড় কখনও স্বয়ং ক্রিয়াশীল হতে পারে না। চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বা পুরুষ

---

৩৬. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১৬৯-৭০
৩৭. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৭১-৭৩

Scanned with CamScanner

জড়ে অধিষ্ঠিত হলে জড়সমূহের পরিণাম সম্ভব হয়। যেমন চালকের বা অশ্বের সান্নিধ্যবশত রথ চলে, তেমনি চেতন পুরুষের সান্নিধ্য হলে প্রকৃতির পরিণাম সম্ভব হয়। সুতরাং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।[৩৮]

৪. পুরুষের অস্তিত্ব সাধক আর একটি হেতু হল 'ভোক্তৃভাবাৎ'। জগতের প্রত্যেক বস্তুই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। অব্যক্ত ও ব্যক্ত সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। তাই তারা অচেতন। সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক জড় দ্রব্য ভোগ্যবস্তু। ভোগ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে একজন ভোক্তার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। ভোগ্যবস্তু অচেতন বলে তা কখনও ভোক্তা হতে পারে না। সুতরাং ভোক্তাকে সুখ, দুঃখ মোহাত্মক বস্তু হতে ভিন্ন বলতেই হবে। ঐ ভোক্তাই চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ। "ঐ ভোক্তৃত্ব পুরুষের স্বাভাবিক নয়, কিন্তু আরোপিত। বুদ্ধি ও পুরুষের অনাদি অবিবেক বশতঃই পুরুষে ভোক্তৃত্বের প্রকাশ হয়ে থাকে। বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকের অগ্রহ বা অদর্শনই অবিবেক। তার ফলেই পুরুষে ভোক্তৃত্ব আরোপিত হয়ে থাকে।"[৩৯]

৫. পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণে পঞ্চম হেতু হল—'কৈবল্যার্থংপ্রবৃত্তেশ্চ'। কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি থেকেও পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কৈবল্যের অর্থ হল আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। শাস্ত্রকারগণের মতে কৈবল্যের প্রবৃত্তি দেখা যায়। মহর্ষিগণেরও কৈবল্যের প্রবৃত্তি হয়। চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে কৈবল্যের প্রবৃত্তি ব্যাহত হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় জড়বস্তু দুঃখযুক্ত। যা দুঃখস্বরূপ তার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তির প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং কৈবল্যের প্রবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির প্রচেষ্টার উপপাদনের জন্য প্রকৃতিজাত বুদ্ধি প্রভৃতি হতে অতিরিক্ত অদুঃখাত্মক কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সেই চেতন সত্তাই আত্মা বা পুরুষ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাংখ্যমতে পুরুষ নিত্য মুক্ত। সুতরাং কৈবল্য প্রতিপাদক শাস্ত্রের দ্বারা নিত্যমুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করলে ব্যাঘাত দোষ দেখা দেবে। যে সর্বদা মুক্ত, তার মুক্তির উপায় বলা অপ্রয়োজনীয়ই হয়। তাই পুরুষের অস্তিত্ব সাধক হেতুরূপে কৈবল্যের প্রবৃত্তির উল্লেখ অসঙ্গতই হয়। আবার সাংখ্যদর্শনে পুরুষকে অকর্তা বলা হয়েছে। পুরুষ অকর্তা হলেও তাকে ভোক্তা বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে পুরুষের ভোগ কর্তৃত্ব স্বীকার করতে হয়। তাহলে পুরুষকে আর অকর্তা বলা যায় না। পুরুষকে সাক্ষী ও মধ্যস্থ বলা হয়েছে। তাই পুরুষকে ভোক্তা বলা চলে না। সুতরাং পুরুষের অস্তিত্বসাধক হেতুগুলি খুব সুদৃঢ়, তা বলা যায় না।[৪০]

---

৩৮. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৭৪-৭৫

৩৯. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৭৮

৪০. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮১

Scanned with CamScanner